দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫ ...

প্রশ্নপত্র ফাঁস জাতীয় জীবনে অভিশাপ

শিবলী নোমান

গত ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা। পরীক্ষা চলাকালে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইতোমধ্যেই। এসব কারণে পরীক্ষা বাতিলের জন্যে রিটও করা হয়েছে আদালতে।

আমরা যদি একটু পিছনে ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাব গত কয়েক বছরে প্রায়ই মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগের রাতে ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে একরকম প্রকাশ্যেই এসব প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরও আগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বা বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছে।

একটা সময় আমাদের দেশে যে কোনো পাবলিক পরীক্ষায় গণহারে নকল করা হতো। এসব প্রতিরোধের কোনো উপায় তো ছিলই না বরং নকলকারীগণ নিত্যনতুন উপায়ে চালিয়ে যেত তাদের অপতৎপরতা। নকল করার সুবিধার জন্যে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীগণ গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধীনে নিবন্ধন করে সেখানে পরীক্ষা দিত, এমন ঘটনার সংখ্যাও কম নয়। আমাদের দেশ হয়ে উঠেছিল পরীক্ষায় নকলের এক অভয়ারণ্য। কিন্তু পরীক্ষায় নকল করার এই অপসংস্কৃতি রোধে সরকার যখন সচেষ্ট হয়, তখন কয়েক বছরের লাগাতার চেষ্টায় নকল করার এই সংস্কৃতিকে একপ্রকার বন্ধ করা গিয়েছে—সেই দাবি করা মোটেই অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু পরীক্ষায় নকলের সংস্কৃতি বন্ধের পরপর ভয়াবহভাবে নতুন যে সংস্কৃতিটি এখন গড়ে উঠেছে তা হলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস। গত কয়েক বছর ধরে কোনো না কোনো পাবলিক পরীক্ষার আগের রাতে লাগাতারভাবে ফাঁস হয়েছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। ফাঁস হওয়া সেই প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগের রাতেই ছড়িয়ে পড়লেও পরদিন সেই ফাঁস হওয়া প্রশ্নেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রশ্নপত্র আগেই পেয়ে পরীক্ষা দেওয়া শিক্ষার্থীরা বিশেষ সুবিধা যেমন পেয়েছে, তেমনি প্রকৃত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে এক ধরনের বৈষম্যও হয়েছে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নিয়ে যখন গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, তখন আমরা দেখেছি কর্তৃপক্ষের কঠোর নজরদারির ফলে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় কি শুধুই সরকার বা কর্তৃপক্ষের? আমি অনেক অভিভাবককে দেখেছি যাঁরা মেডিকেল পরীক্ষার আগেরদিন কোচিং সেন্টারগুলোতে ঘুরে ঘুরে সন্ধান করেছেন সেখানে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রি করা হয় কি না। এমন শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কম নয়, যারা পরীক্ষার আগেরদিন পড়ালেখা না করে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সন্ধানে সময় নষ্ট করে। আর এসবের সুযোগ নেয় কর্তৃপক্ষের ভিতর বসে থাকা কিছু অসাধু লোক।

আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা পাবলিক মেডিকেল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক কম। এজন্যেই প্রতিবছর তাদেরকে নামতে হয় ভর্তিযুদ্ধে। উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগলাভের জন্যে যে পরীক্ষা তার শুরুটাই যদি হয় প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেওয়া পরীক্ষার মাধ্যমে, তাহলে আমাদের শিক্ষার্থী সমাজের নৈতিক অবস্থান কতটা শক্তিশালী তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। প্রশ্নপত্র ফাঁস করে পরীক্ষা দিয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল করা কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজে সুযোগ পাবেন যাঁরা, তাঁরা কী ধরনের শিক্ষিত হবেন আর কী ধরনের ডাক্তার আসলে হবেন, তাঁদের নিজ স্বার্থের কাছে আর সবকিছুর পরাজয় ঘটবে না তা কি নিশ্চিতভাবে বলা যায়?

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় জীবনে এক অভিশাপ। এর কবল থেকে মুক্ত হতে না পারলে নৈতিকতাবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়, আর তেমনটি হলে তা হবে জাতি হিসেবে আমাদের জন্যে আত্মঘাতী।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়